ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৭২০
আগরতলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০

স্কীল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে যে সব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের পৌরোহিত্যে আজ মহাকরণের ১ নং কনফারেন্স হলে শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের স্কীল ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন প্রকল্পের এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ২.০ কেন্দ্রীয় অংশ (সেন্ট্রাল কম্পোনেন্ট), প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা ২.০ রাজ্য অংশ (স্টেট কম্পোনেন্ট), সমর্থ, দক্ষতা উন্নয়ন ইত্যাদি প্রকল্পগুলির অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভায় শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে জানান, স্কীল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনা, সমর্থ ইত্যাদি প্রকল্পে ২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে মোট ২১,৬১৪ জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এরমধ্যে ১১১৬ জন স্বরোজগারী হয়েছেন এবং ৪৪৬২ জন অন্যান্য কর্মসংস্থানে নিযুক্ত হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্কীল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির উপরও দপ্তরকে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রশিক্ষণ নেওয়ার পর কেউ যদি স্ব-উদ্যোগে ব্যবসা বাণিজ্য করতে চান সেজন্য তারা যাতে সহজেই ঋণ পেতে পারেন সে ব্যাপারে ব্যাঙ্কের আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। রাবার, কৃষি, হস্তশিল্প ছাড়াও আরও নতুন নতুন ক্ষেত্র তৈরী করে সেখানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কর্মসংস্থানের সুযোগ করা যায় কিনা সে বিষয়েও দপ্তরকে পরিকল্পনা নিতে হবে।

পর্যালোচনা সভায় দপ্তরের বিশেষ সচিব আরও জানান, আগামী অর্থবছরে স্কীল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে ৪০ হাজার জনকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে পর্যটন, ট্যুরিষ্ট গাইড, হাইড্রোকার্বন, রাবার, টেক্সটাইলস, খাদ্য প্রক্রিয়া ক্ষেত্রগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, স্কীল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে মার্কেটিং-র বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়াও স্কীল ডেভেলপমেন্টের মাধ্যমে যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে তা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার মাধ্যমে রাজ্যের যে ১১১৬ জন যুবক-যুবতী স্বরোজগারী হয়েছেন তাদের অভিজ্ঞতা রাজ্যের জনগণের কাছে তুলে ধরার জন্য তাদেরকে নিয়ে একটি মতবিনিময় সভা করার জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের বিশেষ সচিব কিরণ গিত্যে এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

******